16 MAY 2017

কিন্ডারগার্টেন স্কুল

চিত্রটি কেবল নোয়াখালীর নয়

একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, আমরা জানি। দুর্মূল্যের এই বাজারে আজকাল সামষ্টিক কাজে ব্যক্তিগত জমি কেউ দিতে চান না; জমি পাওয়া গেলেও ভবন নির্মাণে বিপুল খরচ। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবও কম নয়; সর্বোপরি রয়েছে শিক্ষার্থীর সংস্থান। বই যদিও সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করছে, তাও অসীম নয়। শিক্ষা উপকরণের সরবরাহও বিবেচ্য। ভাড়া ভবনে কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে অবশ্য ভূমি ও ভবনের ঝামেলা এড়ানো যায়। সে কারণে দেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের অভাব নেই, আমরা জানি। কিন্তু নোয়াখালী এ ক্ষেত্রে অন্যান্য এলাকাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়। সোমবার সমকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনসূত্রে জানা যাচ্ছে, জেলার নয়টি উপজেলায় ছয় শতাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মানে, উপজেলাপ্রতি গড়ে ৭০টি বিদ্যালয়! আমরা ধারণা করি, চাকরির দুর্মূল্যের এই বাজারে কিছু শিক্ষিত বেকার একত্র হয়ে এক একটি 'স্কুল' গড়ে তুলছেন। সমকালের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, কোনো রকমে একটি বা দুটি কক্ষ ভাড়া করে স্কুল নাম দিয়ে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে চলছে মূলত শিক্ষা-ব্যবসা। এই আশঙ্কা অমূলক হতে পারে না যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এসব স্কুলে 'প্রাইভেট' পড়ছে। আমরা মনে করি, একটি উপযুক্ত নীতিমালার অভাবেই এ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে কী হচ্ছে, নোয়াখালী তার খণ্ডচিত্র। আমাদের মনে আছে, সমকালেরই একটি প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল, দেশে কত কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে– এ ব্যাপারে কোনো পরিসংখ্যান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। আমরা শিক্ষা সম্প্রসারণের বিরোধী নই, বরং সমর্থক। কিন্তু এভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র স্কুল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এতে না সম্প্রসারিত হয় শিক্ষা, না উপকৃত হয় শিক্ষার্থীরা। কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পকেট ভারি হয় মাত্র। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নামে কী পড়ানো হয়, কিশোর ও তরুণদের বিভ্রান্তির এই সময়ে আমরা সে ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে পারি না। আমরা চাই, দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর অন্তত নিবন্ধন সম্পন্ন হোক। জরুরি সেই কাজ নোয়াখালী থেকেই সূচিত হতে পারে।

ব্যানবেইস
প্রাপ্তি নং
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
স্বাক্ষর